ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির একটি তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখা যায়। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার প্রভাব ও একটি নূতন জীবন সচেতনার অভ্যুদয় এই নবজাগরণের মূল। মধ্যযুগের কাব্যে, সংস্কৃত সাহিত্যের যে প্রকাশভঙ্গি ও রচনা পদ্ধতি প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার স্থলে এখন ইংরাজি সাহিত্যচর্চার অনুপ্রেরণায় ভারতীয় কাব্যে নব নব গবেষণার সূত্রপাত হয়। মানব জীবনের প্রকাশ সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় স্পষ্ট ও বাস্তবধর্মী হইয়া উঠে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনে পুস্তক জগতে বিপ্লবের সূচনা হইল। গদ্যসাহিত্য, বিশেষত গল্প ও উপন্যাস, পদ্য অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিল।

এই নবজাগরণের যুগে যে ওড়িয়া গদ্যসাহিত্য ও উপন্যাসের উদ্ভব হয় ফকিরমোহন সেনাপতি তাহার জন্মদাতা বলিয়া গণ্য হন। তিনি ১৮৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে বালেশ্বর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে তাঁহার বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর। গদ্যসাহিত্যে তাঁহার অবদান প্রধানত চারিটি উপন্যাস, কতকগুলি ছোট গল্প, এবং এক অতুলনীয় আত্মজীবনী। এই আত্মজীবনীতে তিনি প্রশাসক কর্মচারী হিসাবে পরিচালনাকৌশল, দুঃসাহসিক অভিযান ও আদিবাসী-বিদ্রোহ দমনের সফল প্রচেষ্টার বর্ণনা দিয়াছেন।

ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ ফকিরমোহনের অনুপম কীর্তি। পরিণত বয়সে, পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে, তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেন। তাহার বিশ বৎসর পরে তিনি দেহত্যাগ করেন। সামান্য ইংরাজি জ্ঞান সত্ত্বেও তিনি ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসনিক কর্ম পরিচালনা করিয়া জনসাধারণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। *ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ* তাঁহার বিচিত্র মূল্যবান ও ঘটনাবহুল অভিজ্ঞতার ফল।

এই কাহিনীর পরিকল্পনা, ইহার ভাষা ও চরিত্রসৃষ্টি যেন স্থানীয় মৃত্তিকার অন্তর্নিহিত রসধারায় পরিপুষ্ট। শেখ দিলদার মেদিনীপুরের বৃহৎ ভূম্যধিকারী ছিলেন ও ওড়িশায় তাঁহার ভূসম্পত্তি ছিল। রামচন্দ্র মঙ্গরাজ এই সম্পত্তির পরিচালক নায়েব ছিলেন। তিনি একদিকে প্রজাদিগের নিকট হইতে কঠোরভাবে খাজনা আদায় করিতেন ও অন্যদিকে তাঁহার প্রভু দিলদারকে এই বলিয়া প্রতারণা করিতেন যে ফসল ভাল না হওয়ায় প্রজারা খাজনা দিতে পারিতেছে না। এইরূপে তিনি অধিকাংশ অর্থই আত্মসাৎ করিতেন। দিলদার কখনো তাঁহার নায়েবের কথার সত্যাসত্য যাচাই করিবার হাঙ্গামা করিতেন না। কারণ তিনি ছিলেন মদ্যপ। সর্বদা মত্ত অবস্থায় থাকিতে পারিলে আর কিছু চহিতেন না। তাঁহারই জমিদারির খাজনা না জানিয়া তিনি রামচন্দ্র মঙ্গরাজের নিকট কর্জ করিতেন। এইরূপে বিশ্বাসঘাতক মঙ্গরাজ প্রভুর নির্বুদ্ধিতার সুযোগ লইয়া আপন তহবিল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এবং অবশেষে একদিন মঙ্গরাজ দিলদারের মত্ত অবস্থায় ত্রিশ হাজার টাকার ঋণ কবালায় স্বাক্ষর জোগাড় করিল। অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ দিলদার মিঞার সমগ্র ভূসম্পত্তি কাছারির নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল এবং রামচন্দ্র মঙ্গরাজই তাহা ক্রয়

করিয়া এক বৃহৎ ভূসম্পত্তির ক্ষমতাশালী মালিক হইয়া বসিল।

মঙ্গরাজের নিবাসস্থল সেই গোবিন্দপুর গ্রামে এক তন্তুবায় দম্পতি ভগিআ ও তাহার পত্নী শারিআ বাস করিত। তাহাদের কয়েক বিঘা উৎকৃষ্ট ফলন্ত জমি ছিল (ইহা হইতেই বইখানি নাম *ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ* যাহার আক্ষরিক অর্থ, ছয় একর বত্রিশ ডেসিমেল)। মঙ্গরাজের লুব্ধ দৃষ্টি এই উৎকৃষ্ট ভূমিখণ্ডের উপর পড়িল এবং সে এটি আত্মসাৎ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। নিঃসন্তান ভগিআ ও শারিআর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেহ নাই উপলব্ধি করিয়া ধূর্ত মঙ্গরাজ তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ লইল ও সেই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজারীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আপন দুষ্কর্মের সহচরী চম্পা নামে এক কুখ্যাত রমণীকে ভগিআ ও শারিআর নিকট পাঠাইল।

চম্পা গিয়া সেই নির্বোধ তন্তুবায় দম্পতিকে সহজেই বুঝাইয়া দিল যে গ্রামদেবী তাঁহার পূজারীর মারফত আদেশ করিয়াছেন যে তাঁহার পূজা দিলে তিনি তাহাদিগকে পুত্র সন্তান দিবেন। তাহারা অবিলম্বে ইহাতে সম্মত হইল। দেবীর অধিষ্ঠান পীঠের ঠিক নীচে গোপনে একটি বৃহৎ গর্ত খোঁড়ান হইল এবং মঙ্গরাজের এক অনুচর তাহার ভিতর লুকাইয়া রহিল। পূজা দিবার পর ভগিআ ও শারিআ যখন বর প্রার্থনা করিল তখন গর্তের ভিতর হইতে লোকটি বলিয়া উঠিল, 'আমার দেউল তুলিয়া দে তোদের অনেক টাকা কড়ি ও সোনা দিব, তিনটি পুত্রও দিব। আমার আদেশ অমান্য করিলে ভগিআকে মারিয়া ফেলিব।'

চম্পার পরামর্শ অনুযায়ী ভগিআ মন্দির তোলাইবার জন্য তাহার একমাত্র জমিটুকু বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ করিবার জন্য মঙ্গরাজের দ্বারস্থ হইল। পরিশেষে সেই জমি মঙ্গরাজের হাতে চলিয়া গেল। ঋণের সুদ বাবদ তাহাদের একমাত্র গাভীটিও মঙ্গরাজ গ্রাস করিল। নিদারুণ দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যে হতভাগ্য ভগিআ উন্মাদ হইয়া কয়েদখানায় আবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার অভাগিনী পত্নী চরম অভাবের মধ্যে মঙ্গরাজের পত্নীর নিকট ভিক্ষা লইয়া কোনো মতে কিছুদিন জীবিত থাকিয়া অবশেষে দুঃখে ও হতাশায় প্রাণত্যাগ করিল। মঙ্গরাজ তাহার অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ বেশিদিন ভোগ করিতে পারে নাই। গ্রামের চৌকিদার পুলিশকে সংবাদ দেয় যে মঙ্গরাজই ভগিআর স্ত্রীকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। মঙ্গরাজ গ্রেফতার হইল কিন্তু প্রমাণাভাবে কেবল ভগিআর গোরু চুরির দায়ে তাহার ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

জেলের কয়েকজন কয়েদি মঙ্গরাজের প্রতি আক্রোশ পোষণ করিত, কারণ তাহাদের দুর্দশার জন্য মঙ্গরাজ দায়ী ছিল। এখন মঙ্গরাজ তাহাদের ন্যায় কয়েদি হওয়ায় তাহারা তাহাকে গালিগালাজ ও প্রহার করিবার কোনো সুযোগই ছাড়িত না। তাহার পূর্ব দুষ্কর্মের সহযোগী চম্পা ও তাহার ব্যক্তিগত ভৃত্য গোবিন্দ গৃহে রক্ষিত সমুদয় অর্থ ও স্বর্ণ লইয়া পলায়ন করে। পথে লুণ্ঠিত ধনের ভাগ বাটোয়ারা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে গোবিন্দ চম্পাকে সুবিধামত নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে ও পরে ধরা পড়িবার ভয়ে নদীগর্ভে ডুবিয়া মরে।

অন্যদিকে কয়েকখানায় মঙ্গরাজের জীবন বড় শোচনীয় হইয়া উঠে। কয়েদিরা যখন তখন তাহাকে প্রহার করিত এবং উন্মাদ ভগিআ তাহার নাক কামড়াইয়া লয়। মৃতপ্রায় অবস্থায় সে কয়েদখানা হইতে খালাস পাইল। ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার গৃহ শূন্য ও পরিত্যক্ত। মত্যুশয্যায় অনুতপ্ত অবস্থায় সে তাহার অবহেলার ফলে বহুদিন যাবৎ মৃত তার ধর্মপরায়ণা পত্নীকে স্বপ্নে দেখিল। অন্তিমকালে পত্নীর স্মৃতির মধ্যে মঙ্গ-রাজ শান্তি ও সান্ত্বনা পাইতে চাহিল।

ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ পুস্তকটি কথ্য ভাষায় লিখিত হালকা হাস্যরসের ধারায় জীবন ও সমাজের প্রতি সবল ব্যঙ্গোক্তিমিশ্রিত কশাঘাতের নিদর্শন। উপন্যাস আকারে ইহা এক গভীর জীবনদর্শন অথচ সাধারণ জীবনের রঙ্গরসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আলোচিত সমস্যাগুলি আধুনিক সমাজে কোনো না কোনো আকারে বর্তমান। ইহাতেই গ্রন্থের সারবত্তা ও দূরদৃষ্টি প্রতিপন্ন হয়। যদি ওড়িয়া জীবনের একটি পরিপূর্ণ বাস্তব আলেখ্য অঙ্কন করা সম্ভব হয় তবে *ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ*-এর একটি চরিত্রও তাহা হইতে বাদ দেওয়া বা তৎস্থলে অন্য চরিত্র বসানো যাইতে পারে না। মঙ্গরাজ, চম্পা ও গোবিন্দের ন্যায় দুরাত্মারা এবং মঙ্গরাজের পত্নী, ভগিআ, ও শারিআর ন্যায় নিষ্পাপ, ধার্মিক, সজ্জন সকলেই সেই একই শোচনীয় দুর্ভাগ্যে কবলিত হইয়াছে। মৃত্যুশয্যায় মঙ্গরাজের তীব্র অনুতাপ ও আত্ম-দূষণের চিত্রণ বিবেকহীন হত্যাকারীর হৃদয়েও পরিবর্তন আনা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিশ্বাসের ইঙ্গিত দেয়। প্রত্যেকটি ঘটনা ও চরিত্র স্বাভাবিক ও জীবন্ত; এবং হাস্যরস ও ব্যঙ্গকৌতুক গভীর দুঃখাত্মক কাহিনীকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

নির্ভুল চরিত্রচিত্রণ, বাস্তবের অনুসরণে অঙ্কিত জীবনের প্রতিকৃতি এবং গ্রন্থকারের অননুকরণীয় শৈলী *ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ*-কে সাহিত্যজগতে কীর্তিস্তম্ভ করিয়াছে। গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও আলোচিত সমস্যাগুলি কালক্রমে তাহাদের গুরুত্ব হারাইতে পারে কিন্তু মানব-চরিত্রের মূল অবস্থা ও অন্তর্নিহিত মূল্য চিরকাল বজায় থাকিবে এবং ওড়িয়া সাহিত্যের এক অপূর্ব কীর্তি হিসাবে এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতাও অম্লান থাকিবে।